''ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ধর্ম সত্তা এবং স্বরাজ্য সত্তার অধিকারী আত্মা''

আজ বাপদাদা চতুর্দিকের বাচ্চাদের মধ্যে দুটি বিশেষ সত্তাকে দেখছেন। সেই দুটি সত্তা হলো, এক হলো ধর্ম সত্তা আর দ্বিতীয় হলো স্বরাজ্য সত্তা। ব্রাহ্মণ জীবনের বিশেষত্ব - এই দুই সত্তা প্রত্যেকের প্রাপ্ত হয়ে থাকে । ধর্ম সত্তা অর্থাৎ সত্যতা, পবিত্রতার ধারণা স্বরূপ আর স্বরাজ্য সত্তা অর্থাৎ অধিকারী হয়ে সকল কর্মেন্দ্রিয়কে নিজের অধিকারের দ্বারা অর্ডার দিয়ে চালানো। স্বরাজ্য অধিকারী বা স্বরাজ্যের সত্তাধারী যে কোনো পরিস্থিতি, প্রকৃতি আর মায়ার যে কোনো স্বরূপেই কোনো ভাবেই অধীন হবে না, অধিকারী হবে। প্রতিটি ব্রাহ্মণ আত্মাকে বাপদাদা এই দুটি সত্তাই প্রাপ্ত করিয়েছেন না? সকলের কাছে এই দুটি সত্তা রয়েছে নাকি এখনও পুরোপুরি আসেনি? এখন যারা দুটি সত্তাকেই প্রাপ্ত করবে, তারাই ভবিষ্যতে ধর্ম আর রাজ্য সত্তার অধিকারী হবে। দুটি সত্তাকেই তোমরা ধারণ করেছো? নিজের চিত্রকে দেখেছো? ডবল বিদেশীদের চিত্র নাকি অন্যদের চিত্র? তো সেই চিত্রতে দুটি সত্তার চিহ্নকে দেখেছো? ধর্ম সত্তার চিহ্ন হলো - লাইটের মুকুট আর রাজ্য সত্তার চিহ্ন হলো রত্ন খচিত রাজমুকুট। তো নিজের এই রকম চিত্রকে দেখেছো? তো দুটি সত্তাকেই তোমরা এই সময় ধারণ করে থাকো। অর্ধ কল্প এই দুই সত্তাই একসাথে তোমাদের সকলের হাতে থাকে। দ্বাপরে দেখো, তখন ধর্ম সত্তা আলাদা হয়ে যায় আর রাজ্য সত্তা আলাদা হয়ে যায়। সেইজন্য ধর্ম পিতাদেরকে আসতে হয়। তো ধর্ম পিতা আর রাজা দুই-ই আলাদা আলাদা থাকে। কিন্তু তোমাদের রাজত্বে আলাদা হবে কী? প্রত্যেকের কাছে দুটি সত্তাই একসাথে থাকে, সেইজন্য অখন্ড নির্বিঘ্ন রাজত্ব চলে। তো প্রত্যেকের মধ্যে এই দুটি সত্তাকে বাপদাদা দেখছিলেন যে, প্রত্যেকে নিজের মধ্যে কতটা ধারণ করেছে? কতখানি অধিকারী হয়েছে? সদা অধিকারী থাকে নাকি কখনো অধীন, কখনও অধিকারী? এইমাত্র অধিকারী রয়েছে আবার পরক্ষণেই অধীন হয়ে গেলে তখন ভালো লাগবে? নাকি সর্বদা অধিকারী থাকাটা ভালো? সদা অধিকারী চাই নাকি অল্প সময়ের জন্য হলেও চলবে? বাবা স্বয়ং যখন অধিকার দিচ্ছেন, যিনি দেওয়ার তিনি দিচ্ছেন আর যে নেবার তার তখন কী করা উচিত? নেওয়া সহজ নাকি দেওয়া সহজ? নেওয়াটা তো কোনো কঠিন নয় তাই না? দেওয়ার ক্ষেত্রে ভাবা হয় যে - দেবো কি দেবো না, নাকি অল্প দেবো, নাকি বেশী দেবো... কিন্তু নেওয়ার ক্ষেত্রে তো সবাই বলবে - যত বেশী করে নেওয়া যায় নিয়ে নিই। তো নেওয়ার বিষয়ে তোমরা নম্বর ওয়ান নাকি নম্বর টু? এতে তো নম্বর টু কেউ হয় না আর যখন দিতে হয় তখন... দেওয়ার ক্ষেত্রেও নম্বর ওয়ান নাকি ভাবতে হয়, সাহস সঞ্চয় করতে হয়! বাস্তবে দেখো যে কী দিয়ে থাকো? ব্রাহ্মণ জীবনে দিতে হবে নাকি নিতে হবে? যেটা দিতে হবে তার থেকে যদি যেটা নিতে হবে সেটা শ্রেষ্ঠ হয়, তবে কি সেটা নেওয়া হলো নাকি দেওয়া হলো? দিতে তো হবে, দিতে হবে - এটা যদি ভাবো তবে ভারী হয়ে যাবে। নিতে হবে, তাহলে সদা খুশীতে থাকবে, সাহস থাকবে। দেওয়ার ক্ষেত্রে যদি ভাবো যে, দেওয়াটা কঠিন, কিন্তু আগে নিচ্ছো, তারপর দিচ্ছো তো কিছুই না। তোমাদের কাছে কী কিছু আছে যে বাবাকে দেবে? দিলে ভালো জিনিসই তো দিতে হয় নাকি খারাপ জিনিস? তাহলে ভালো কোন্ জিনিসটা তোমাদের কাছে আছে? ভালো তন আছে? ভালো মন আছে? ভালো ধন আছে? সব বেকার আছে। ওষুধের জোরে শরীরটাকে চালাচ্ছো। যে গাড়িকে ধাক্কা দিয়ে চালাতে হয় সেটা কি ভালো হলো? তো ব্রাহ্মণ জীবনে হলো নেওয়াই নেওয়া। আর বাবা তো মৃদু মৃদু হাসতে থাকেন যে, বাচ্চারা তো বাবার থেকেও চতুর। আগে তারা নেয়, তারপর দেওয়ার কথা ভাবে। সুচতুর না! সেটা ভালো। বাচ্চারা সুচতুর হলে বাবার ভালো লাগে, কিন্তু চলতে চলতে যদি ডাল (dull, নিষ্প্রভ) হয়ে যায়, তখন কি আর ভালো লাগে! কখনো কখনো বাচ্চাদের ফেস এমন দেখায় যেন কি জানি কি হয়ে গেল! যেমন শরীরে চলতে চলতে রক্তাল্পতা হয়ে গেলে শরীরে দুর্বলতা এসে যায় না! ফেসও সেই রকম দুর্বল দেখায়। তো এখানেও খুশীর, শক্তির অভাব হয়ে যায় যখন তখন চেহারা এই রকম হয়ে যায়...। তোমরা এ'সব জানো, সকলেই এই বিষয়ে অনুভাবী। একদিকে তোমরা বলে থাকো যে, খুশীর খনি মিলে গেছে আর তাও আবার অবিনাশী, তাহলে কম কী করে হয়ে যায়? তো বাবার কাছে তোমাদের সারা দিনের মনের মুড আর মুড অনুসারে যে ফেস বদলে যেতে থাকে তার চিত্র সেখানে থাকে। তোমরা তো চিত্রের মিউজিয়াম বানাও তাই না! বাবার কাছে তোমাদের চিত্রের মিউজিয়াম রয়েছে। তো সদা এটা স্মরণে রাখবে যে, ব্রাহ্মণ আত্মা রাজ্য সত্তা আর ধর্ম সত্তার অধিকারী আত্মা আমরা। এই স্মৃতির নিশ্চয় রয়েছে তো নেশা রয়েছে, নিশ্চয় কম তো নেশাও কম। অতএব চেক করো - এই সত্তা দুটি সদা সাথে থাকে? নাকি কখনো হারিয়ে যায়, কখনো এসে যায়?

আচ্ছা, আজ ডবল বিদেশী মেজরিটি রয়েছে। বাপদাদা বিশেষতঃ ডবল বিদেশীদেরকে জিজ্ঞাসা করছেন যে, সারাদিনে নিজের অধিকারের সীটে সেট থাকো নাকি খুব তাড়াতাড়ি আপসেট হয়ে যাও? নাকি আপসেট হওয়া - এটা হলো পাস্ট এর

কথা, এখন হয় না। পাস্ট হয়ে গেছে না! এখন তো হও না, তাই না? এখন নলেজফুল, পাওয়ারফুল হয়ে গেছো। এমন নয় তো যে, ছোট ছোট বিষয়ে আপসেট হয়ে গেলো, চেহারা বদলে গেলো, মুড বদলে গেলো! এই রকম কখনো কখনো হচ্ছে? কখনো কখনো আপসেট হচ্ছো? আচ্ছা! যারা মনে করে যে, আপসেট হওয়া কি সেটাই ভুলে গেছে, এই রকম শক্তিশালী আত্মারা যারা কখনো আপসেট হয় না, তারা হাত তোলো। সত্যি কথা যে বলছো তার জন্য অভিনন্দন। এখন এই সীজনে কিছু তো মধুবনে ছেড়ে দিয়ে যাবে নাকি কিছু নিয়ে যাবে? মেজরিটি তো মধুবনে শিবরাত্রি পালন করেছো তাই না? তো যার বার্থ ডে হয়, তাকে তোমরা গিফ্ট দিয়ে থাকো তো না? তো বাবাকে কি গিফ্ট দিয়েছো? এই আপসেট হওয়া এটাই গিফ্ট দিয়ে দাও - আপসেট হবে না। সাহস আছে? আচ্ছা, হাত তোলো আর টি. ভি. তে সবার হাতের ছবি দেখাও। ভেবে চিন্তে পাক্কা হাত তুলবে। দেখো সকলের হাতের ফটো বেরিয়েছে। দেখবে এখন ফটো তোলা হয়ে গেছে। বাপদাদার ওই রকম চেহারা ভালো লাগে না। বাপদাদা প্রতিটি বাচ্চাকে সদা প্রস্ফুটিত রুহানী গোলাপ দেখতে চান। ম্রিয়মান নয়, প্রস্ফুটিত। যাকে ভালবাসা হয়, তো তার যেটা ভালো লাগে সেটাই করা হয়। ডবল ফরেনার্স তো বাবাকে খুব ভালোবাসে। তাহলে বাবার যেটা ভালো লাগে, সেটাই তো তোমাদের ভালো লাগে তাই না? এখন কারোর থেকে এমন সমাচার যেন না আসে যে, কী করবো, বিষয়টাই এমন ছিল, সেইজন্য আপসেট হয়ে গেছি। আপসেট হওয়ার মতো ব্যাপারও যদি আসে তবে তোমরা আপসেট স্থিতিতে আসবে না। যেমন তোমরা দোলনায় দোল খাও না! তখন দোলনাটা নীচে উপরে হতে থাকে, একবার অনেক নীচে থাকো, একবার অনেক উপরে উঠে যাও আর যদি খুব ফাস্ট হতে থাকে তবে শরীরকে আপসেট করবে তখন তাই না? কিন্তু তোমরা তাতে আপসেট হও কী? কেন হও না? খেলা মনে করো বলেই তো আপসেট হওয়ার বদলে মনোরঞ্জন মনে করো। কারণ কী হলো? খেলা সেটা। এই রকম কোনও আপসেট করার মতো বিষয় যদি আসেও, আসবেও অবশ্যই, যারা হাত তুলেছে তাদের কাছে আরও বড় আপসেট করার মতো পরিস্থিতি আসবে। কেননা মায়াও মুরলী শুনছে। কিন্তু সেটাকে একটা খেলা মনে করবে। ঘাবড়িও না। ঠিক আছে, দোলাচ্ছে তো, দোলাতে দাও। কিন্তু মন যেন ঘাবড়ে না যায়। নলেজফুল, পাওয়ারফুল হয়ে যাও। সেই সীটকে ছেড়ো না। এক দুই বারও যদি মায়া দেখে যে, এ তো ঘাবড়াবার নয়, তবে সে নিজেই আপসেট হয়ে যাবে, তোমাকে করবে না। পরিস্থিতির লেনদেন করতে হলে করো, কোনো পরিস্থিতির উদয় হলে নলেজফুল হওয়ার কারণ বুঝতে তো পারো যে - এটা ঠিক কিম্বা এটা ঠিক নয়, এটা হওয়া উচিত বা হওয়া উচিত নয়... কিন্তু পরিস্থিতির লেনদেন পরিস্থিতি হিসেবেই করো, আপসেটের রূপে ক'রো না। একদিকে বলতে থাকবে অন্যদিকে গঙ্গা- যমুনা বইয়ে দিতে থাকবে। মনে মনেই বইয়ে দাও অথবা দু' চোখ দিয়েই বইয়ে দাও, কোনোটাই ঠিক নয়। তো গিফ্ট দেওয়ার জন্য প্রস্তুত তোমরা? ভেবে নিয়েছো নাকি এমনিই হ্যাঁ করে দিয়েছো?

বাপদাদা সহজ শব্দে যুক্তি বলে দিচ্ছেন যে, যখনই কোনো পরিস্থিতি অথবা প্রকৃতি অস্থিরতার রূপ নিয়ে আসবে, তখন দুটি শব্দ স্মরণে রাখো। বিধি হলো - হয় নট(না) করো অথবা ডট (বিন্দু) লাগাও। নট অথবা ডট। কোনো কিছু রং (ভুল) যদি হয়, তবে ভাববে নট, মানে সেটা করা যাবে না। না ভাববে, না করবে, না বলবে। আর ডট লাগিয়ে দিলে তো নট-ই হয়ে যাবে। ভাবো নট, লাগাও ডট। ফিনিশ। ডট (বিন্দু) লাগাতে কতটুকু টাইম লাগে? সেকেন্ডের থেকেও কম। কিন্তু কী হয়? তোমরা ভাবো যে এটা করতে নেই, ঠিক নয় কিন্তু ডট লাগাতে জানো না। নলেজফুল তো হয়ে গেছো কিন্তু কেবল নলেজফুল চাই না, নলেজের সাথে পাওয়ারফুলও চাই। তো পাওয়ারফুল স্থিতির অভাব রয়েছে বলেই ডট লাগাতে পারছো না। আর যে ডট লাগাতে পেরে যাচ্ছে সে বাবাকেও ভুলবে না, বাবাও তো হলেন ডট (বিন্দু)। তোমরাও তো হলে ডট। তাহলে সব কিছু স্মরণে এসে যাবে। ফুলস্টপ। কোশ্চেন মার্ক (?), আশ্চর্যের মাত্রা (!), কমা (,) এই সব দেবে না, ফুলস্টপ (.)। ফুলস্টপের মাত্রা তো সহজ তাই না? অন্য সব গুলো তো হলো কঠিন। আর সব থেকে কঠিন হলো কোশ্চেন মার্ক। সেটা খুব তাড়াতাড়ি লাগানো যায়। আগেও বলেছি যে, হোয়াই (কেন) শব্দ এলে তখন কী করবে? ফ্লাই। উপরে উড়ে যাও। হোয়াই নয় ফ্লাই। ফ্লাই (ওড়া) করতে জানো তো? এমনিতে ডবল ফরেনারদের মধ্যে থেকে ভালো ভালো রত্ন বেরিয়ে আসে। বাপদাদা এই রকম রত্নদেরকে দেখে প্রফুল্লিত হন। সাথে সাথে এই রকম যে অমূল্য রত্ন রয়েছে, এই রকম অমূল্য রত্নের মধ্যে যদি এতটুকুও দাগ কোনো দিক থেকে দেখতে পাওয়া যায়, তবে অমূল্য রত্নের জায়গায় সেই দাগ দেখতে ভালো লাগে না। হয় ছোট্ট একটা দাগ, কিন্তু দাগ-ই তো বলবে তাকে না? তো যখন অমূল্য রত্ন হয়ে গেছো, তখন বাকি ছোট্ট একটা দাগ কেন রেখে দিয়েছো? ভালো লাগে কি? এটা তো ভাবো না যে, চাঁদেও তো কালো দাগ দেখতে পাওয়া যায়, সেইজন্য দাগ ভালো। ডবল বিদেশী স্যাম্পল হয়ে দেখাও। এতটুকুও কম যেন না হয়। এমনিতে দাগের কারণ কী? চাও না যে দাগ লাগুক, কিন্তু লেগে যায়। কেন লেগে যায়? মূল কারণটাকে কি জানো? জানার ব্যাপারে তো বেশ হুশিয়ার তোমরা। জানোও আবার যখন নিজেদের মধ্যে ওয়ার্কশপ করে থাকো তখন বাপদাদা ওয়ার্কশপের ফটোও দেখেন। কারণ তো অনেকগুলিই তোমরা বের করে থাকো - এই কারণে, এই কারণে... আর ভালো ভালো কথা ওয়ার্কশপে তোমরা বের করে থাকো, কিন্তু ওয়ার্কে নিয়ে আসো না। বডি কনশাসনেস এর অনেক সূক্ষ্ম রূপে তৈরী হয়ে যেতে থাকে।

এখন বড় বড় রূপে বডি কনশাস আসে না, কিন্তু সূক্ষ্ম আর রয়্যাল রূপে আসে। বুদ্ধি খুব ভালো চালিয়ে থাকো, যখন ভালো ভালো কথা ভাবছো তখন তো বাপদাদা খুশী হচ্ছেন, অথচ ভালো ভালো কথা ভেবেও করার সময়ও যদি কোনো অ্যাডিশন - কারেকশন করে থাকো তখন 'আমিত্ব' ভাব চলে আসে। যেমন, খুশী মনে নিজের আইডিয়া (বিচার) দিয়ে থাকো তেমনি অন্যদের আইডিয়াও খুশী মনে নাও। ঘাবড়িও না - এটা কী করে হবে, এটা কী করলো, এটা তো হতে পারে না, এ তো চলতে পারে না...। অন্যদের আইডিয়া, অন্যদের কথাকেও এতটাই রিগার্ড দাও যতখানি নিজের কথাকে রিগার্ড দিয়ে থাকো। মতামত ব্যক্ত করা আলাদা ব্যাপার, তার বা তাদের মত যদি তোমার পছন্দ নাও লাগতে পারে, কিন্তু তার এফেক্টে চলে এসে অবস্থা উপরে নীচে হয়ে গেলো, তবে সেই সেবা, সেবা হবে না। অ্যাডজাস্ট করা, অন্যের আইডিয়াকেও নিজের আইডিয়ার মতোই দেখা - বোঝা - এটাই হলো অন্যদের মতামতকে রিগার্ড দেওয়া। যেমন তোমরা মনে করো না যে, আমি এটা ভেবেছি বা এই ভাবনাটা বেরিয়ে এলো, চিন্তা ভাবনা করেছি, কাজ করেছি, তো আমার আইডিয়াকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত, অন্যকে রিগার্ড দেওয়া উচিত, সেই রকমই অন্যদের ভাবনা চিন্তাকেও নিজের ভাবনা চিন্তার সাথে মেলানো, সেটা তোমরা মেলাতে পারো না, অন্যদের মতামতকে অন্যদের মতামতই মনে করছো। কারণ এখন তোমরা ডবল বিদেশীরাও সেবার ক্ষেত্রে প্ল্যান বানানোতে ভালোই প্রোগ্রেস করছো এবং এর পরেও করবে। কিন্তু অ্যাডজাস্টের বিশেষত্বকে ইউজ করো। যে কোনো বাচ্চার অগ্রগতি দেখে বাপদাদার আনন্দ হয়। এই রকম ভাবেন না যে এ কেন এগিয়ে যাচ্ছে? এগিয়ে যদি যায় তবে খুব ভালো। তো ডবল বিদেশীদের প্রতি বাপদাদার স্নেহ তো আছেই, কিন্তু সেবার প্ল্যান বা প্র্যাকটিক্যাল সেবার জন্য যা তোমরা করে থাকো, করছো, তার জন্য অনেক অনেক রিগার্ড রয়েছে।

বাপদাদা আগেও বলেছেন যে, তোমরা ডবল বিদেশীরা না থাকলে তো বাবার একটি টাইটেল প্র্যাকটিক্যালে সিদ্ধ (প্রমাণিত) হতো না। কোন্ টাইটেল? বিশ্ব কল্যাণকারী । তাহলে এখন দেখো বিশ্বের চতুর্দিকে বাবার ম্যাসেজ দিচ্ছো তোমরা তাই না? এই সীজনে চতুর্দিক থেকে এসেছো তোমরা, তাই না! টোটাল কত গুলো দেশ থেকে এসেছো? (৫৮) পাঁচটি মহাদেশের আটান্নটি দেশ থেকে। তাহলে আর ক'টি দেশ বাকি থাকলো? (১২৫) ছোট ছোট তো অনেক দেশ থেকে থাকবে, কিন্তু প্রধান ১২৫ টি দেশ রয়ে গেছে! সুতরাং ডবল বিদেশীদের এখন অনেক কাজ করতে হবে! ভারতেও করতে হবে আর বিদেশেও করতে হবে, দুই জায়গাতেই করতে হবে। বাপদাদা আগেও বলেছেন যে, সেবার সম্পূর্ণ সফলতার লক্ষণ হলো এটাই যে, কোনো দিকেরই আত্মা যাতে অভিযোগ করতে না পারে যে, আমাদের কাছে তো ম্যাসেজ এসে পৌঁছাইনি। ম্যাসেজ পৌঁছালে অথচ শোনার পরেও যদি তারা তাদের ভাগ্যকে বদলালো না, তবে তাকে তোমার প্রতি অভিযোগ করা বলা যাবে না, সেটা সেই আত্মার প্রতি হবে। কিন্তু তোমাদের প্রতি কোনো অভিযোগ যেন না থেকে যায়। যখন তোমরা বলো যে, আমরা হলাম মাস্টার বিশ্ব কল্যাণকারী, তখন বিশ্বের চারিদিকে ম্যাসেজ পৌঁছে যাওয়া উচিত। ভারতেও পৌঁছানো উচিত আবার বিদেশেও পৌঁছানো উচিত। যে সময় তোমাদের বিজয়ের পতাকা উড়ছে, সেই সময় যদি কোনো আত্মা এসে অভিযোগ করছে, তখন কি ভালো লাগবে? একদিকে তোমরা পতাকা ওড়াচ্ছো আর অন্যদিকে লোকে অভিযোগ জানাচ্ছে, তাহলে ভালো লাগবে? ভালো লাগবে না, তাই না? ডবল বিদেশীরা সাহসিকতার পরিচয় দিচ্ছে। বাবার প্রতি ভালোবাসা তো আছেই, কিন্তু সেবার প্রতিও ভালোবাসা রয়েছে । উভয় দিকের সার্টিফিকেটই ভালো। এখন কোন্ সার্টিফিকেট নিতে হবে? যত বেশী সেবাধারী, ততই শক্তিধারী। তো শক্তি স্বরূপ হয়ে গেছো - এই সার্টিফিকেট নিতে হবে। বাপদাদা দেখেন যে - মেজরিটি বাবার প্রতি আর সেবার প্রতি ভালোবাসাতে পাশ। আচ্ছা।

চতুর্দিকের ধর্ম সত্তার অধিকারী আত্মারা, সদা স্বরাজ্য সত্তার অধিকারী আত্মারা, সদা ডবল সেবাধারী ডবল মুকুটধারী শ্রেষ্ঠ আত্মারা, সদা সর্ব শক্তির দ্বারা শক্তি স্বরূপের প্রত্যক্ষ স্বরূপ দেখাতে পারা শক্তিশালী আত্মারা, সদা লক্ষ্যকে লক্ষণের রূপে দেখিয়ে থাকা, অনুভব করাতে পারা শক্তিশালী মহাবীর, অচল অটল আত্মাদেরকে বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

বরদানঃ- দৃঢ় সংকল্পের দ্বারা ব্যর্থের অসুখকে চিরদিনের জন্য সমাপ্তকারী সফলতা-মূর্তি ভব

সফলতা মূর্তি হওয়ার জন্য সকল বাচ্চাদেরকে এই একটি দৃঢ় সংকল্প করতে হবে যে, না কখনো ব্যর্থ ভাববো, না কখনো ব্যর্থ দেখবো, না ব্যর্থ শুনবো, না ব্যর্থ বলবো আর না ব্যর্থ কোনো কিছু করবো... সদা সাবধান থেকে ব্যর্থের নাম লক্ষণটুকুকেও সমাপ্ত করবো। এই ব্যর্থের অসুখ হলো বড়ই কড়া, যা যোগী হতে দেয় না। কারণ ব্যর্থের বিস্তার, বিস্তারে বিভ্রান্তির ঘূর্ণিপাকে পড়া বুদ্ধিকে সমাহিত করার শক্তির দ্বারা সার স্বরূপে স্থিত করো তবেই সহজযোগী, সফলতা মূর্তি হয়ে উঠবে ।

স্লোগানঃ- অন্যকে মুখে বলে শেখানোর পরিবর্তে নিজে করে দেখিয়ে শেখাও।

সূচনাঃ - আজ মাসের তৃতীয় রবিবার, সকল রাজযোগী তপস্বী ভাই-বোনেরা সন্ধ্যা ৬ টা থেকে ৭.৩০ মিনিট পর্যন্ত, বিশেষ যোগ অভ্যাসের সময় অনুভব করুন যে, আমি আত্মা ভ্রুকুটির আসনে বিরাজিত এক চৈতন্য দীপক। আমি অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করে জ্ঞানের আলোক ছড়িয়ে দিয়ে আলোকোজ্জ্বল করবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণ কুল দীপক আত্মা। Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;